আইএমইডিতে অর্থনীতি-বহির্ভূত ক্যাডার থেকে নিয়োগ নিয়ে ক্ষোভ

তানিম আসজাদ

বাংলাদেশের প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্রকে একাধিক যৌক্তিক কারণে মাথাভারী বলা হয়ে থাকে। তারমধ্যে একটি কারণ হলো কাজের লোককে কাজের জায়গায় সময়মতো না বসানো বা বসালেও হুটহাট সরিয়ে নেয়া। এর ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্য ও সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। বিশ্বায়নের এই সময়ে দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য যখন নীতি-নির্ধারক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোতে পেশাদারিত্ব ও বিশেষায়ণ জরুরি হয়ে উঠেছে, তখন বাংলাদেশে ঘটছে উল্টোটা। তাই যদি না হবে, তাহলে মাত্র কিছুদিন আগে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে (আইএমইডি) প্রশাসন ক্যাডার থেকে চারজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হবে কেন?

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি মূলত অর্থনৈতিক ক্যাডারদের কাজের জন্য বিশেষায়িত। উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও সংশোধন করার কাজগুলো এই বিভাগ থেকে হয়ে থাকে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এখানে কাজের কিছু বিশেষায়ণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সরকারের উচ্চ মহল গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় না। সে কারণেই চারটি উপ-পরিচালক পদে অর্থ বা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্য বিভাগ থেকে যোগ্য কর্মকর্তাকে না দিয়ে বাইরে থেকে নিয়োগ দিয়ে দিল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে সঙ্গত কারণেই। তারা এ ধরনের নিয়োগকে তাদের প্রতি 'বৈষম্যমূলক' ও 'অনভিপ্রেত' আচরণ বলে অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'যদি আইএমইডিতে লোকবল সংকট দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তা অনায়াসেই অর্থনৈতিক ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাদের দিয়েই পূরণ করানোর কথা। তা না করে প্রশাসন বা ভিন্ন ক্যাডার থেকে নিয়োগ দেয়া মানে একদিকে আমাদের বঞ্চিত করা, অন্যদিকে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে অকারণে বিরোধ তৈরি করা।'

বিসিএস ইকোনমিক এসোসিয়েশন অবশ্য ইতিমধ্যে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিকল্পনা সচিব, আইএমইডি সচিব এবং সংস্থাপন সচিবকে পৃথক পৃথক পত্র দিয়েছে। সেই পত্রে বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ক্যাডারের জন্য সংরক্ষিত পদ অন্য ক্যাডার থেকে লোক নিয়ে পূরণ করা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ, বদলি, পদায়ন এসবই পরিকল্পনা বিভাগের অন্তর্গত। অথচ পরিকল্পনা বিভাগকে উপেক্ষা করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ ধরনের নিয়োগ দিয়েছে যার অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া উচিত।

দক্ষ ও পেশাদার আমলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে গুচ্ছভিত্তিক নিয়োগ-পদায়নের কথা চিন্তা করছে। এ নিয়ে কিছু কাজও হয়েছে। এ ব্যবস্থা চালু হলে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কাজ করবেন। তাদের বদলি, পদায়ন, নিয়োগ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন অর্থ, পরিকল্পনা, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়সমূহ নিয়ে একটি গুচ্ছ হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্য পেশাজীবী গড়ে উঠবে। অথচ কার্যক্ষেত্রে এই প্রয়াসের কোনো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বরং, উল্টোই চলে আসছে। ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এনে বসানো হচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে। আবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ে কাজ করে দক্ষ হয়ে উঠছে এমন কর্মকর্তাকে বদলি করে দেয়া হচ্ছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে। পরিকল্পনা বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করার পর পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে।

গত বছরও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত নিয়োগ বিধি পরিবর্তন করে ভিন্ন পেশার ভিন্ন ডিগ্রিধারীদের দিয়ে সিনিয়র পরিকল্পনাবিদের পদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। অধিদপ্তরে সিনিয়র প্ল্যানার পদে পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকার বাধ্যবাধকতা ছিল। ফলে, ভিন্ন পেশাজীবীরা এই অধিদপ্তরে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে সিনিয়র প্ল্যানার পদে পদোন্নতির সুযোগ পেত এই শর্তে যে তাদের অবশ্যই নগর পরিকল্পনায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। অথচ পরিকল্পনাবিদদের পেশাদারিত্ব ক্ষুণ্ন করতে পরিবর্তন আনা হয় এই বলে যে এই অধিদপ্তরে যারা সহকারী প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, ভূগোলবিদ, সমাজবিজ্ঞানী বা গবেষণা সহকারি হিসেবে এই অধিদপ্তরে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সিনিয়র প্ল্যানার হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া যাবে। এবং নতুন নিয়ম পাস হওয়ার আগেই ভিন্ন পেশার ও ভিন্ন ডিগ্রিধারী চারজনকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে সিনিয়র প্ল্যানার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। বিষয়টির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ প্ল্যানার্স অবশ্য হাইকোর্টে একটি রিট করেছে।

বরগুনার কেওড়াবুনিয়া স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি

বিএনপি'র সাবেক সম্পাদক ও বরগুনা সদর উপজেলার কেওড়াবুনিয়া স্কুল এন্ড কলেজ কমিটির সভাপতি ফজলুল হক ছগির অনিয়মতান্ত্রিকভাবে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। গত ০৪-০৯-০৩ তারিখের বিদ্যালয় পরিচালনা ও দরখাস্ত বাছাই কমিটির বৈধ সিদ্ধান্ত মতে এ কে এম শফিকুল ইসলামের আবেদনপত্রটি বাতিল করা হয়। কিন্তু সভাপতির একক ইচ্ছায় শফিকুল ইসলামের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তৎকালীন কমিটির সদস্য ইউপি চেয়ারম্যান ও বর্তমান কমিটির সভাপতি জহিরুল হক পনু এবং শিক্ষক প্রতিনিধি মুজিবুর রহমান ফরহাদের ওপর প্রার্থীদের নম্বর প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাদের নম্বরের ভিত্তিতে শফিকুল ইসলাম চতুর্থ স্থান অধিকার করলেও সাবেক সভাপতি ফজলুল হক ছগিরের ইন্ধনে তাকেই নিয়োগপত্র দেয়া হয়। নিয়োগ বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রমের ওপর ১৮-১০-০৩ তারিখে বিদ্যালয় এক জরুরি সভা আহ্বান করে। সভায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সাবেক সভাপতির স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ যাবতীয় নীতিবহির্ভূত কাজের চিত্র তুলে ধরেন। এরপর নিয়োগ বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু বিধিবহির্ভুতভাবে গত ২১-১০-০৩ তারিখে নিয়োগ পেয়ে ১০ মাস পর শফিকুল ইসলাম কর্মস্থলে যোগদান করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শফিকুল ইসলাম যথাসময়ে আবেদন না করেও পরীক্ষা দেন এবং এরপর যোগদানও করেন। এ কারণে পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষকগণ প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসী দ্বারা জহিরুল হক পনুকে জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়। এছাড়াও ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক খলিলুর রহমাকে লাঞ্ছিত করা হয়।

মারুফ রনি